বৃক্ষের কাছে

লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

এই আমি নতজানু বৃক্ষের কাছে,
ভালোবাসার শপথে
ঋদ্ধ হবো বলে বৃক্ষেরই ঋজুতা প্রার্থনা করেছি—
সময় বড়ই নিষ্ঠুর,
যাবতীয় সততা, শুদ্ধতা নিয়ে এই আমি পার হতে চাই
সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর,
প্রসন্ন ছায়ায় তার
তাপ-জর্জর শরীরে নিই সুশীতল বাতাস
পাই ক্ষুধার আহার্য আর পরিশ্রান্ত মনে ফুলের লাবণ্য।
বিষণ্ণ সময়ে বৃক্ষের শিকড় ছুঁয়ে শিখতে চাই
সংগ্রামের ভাষা,
প্রিয় বৃক্ষের কাছে তাই
পাতি বিনম্র হাত দু'খানি আমার
যদি পাই অমল জীবন।

চরৈবেতি

চলতে চলতে যায় না থামা
নদী তাই থামতে জানে না,
অবিরল কল্‌কল্‌ শব্দে তার চলা।
আকাশের বুকে মেঘেদের চলা ভিসাহীন পাসপোর্টহীন
দেশে-দেশান্তরে। ঠিক পাখির মতো।
এদের কাছে শিখে নিই জীবনের মন্ত্রখানি ঃ 'চরৈবেতি'।

আকাশের রঙ লাগে নদীর জলে
সূর্যের আলোয় আলোয় মেঘেদের হরেক খেলা
শিকড়ের কথা নিয়ে বৃক্ষ শুধু তাকিয়ে থাকে
নদী আর মেঘেদের দিকে।

পাখির ডানায় ছুঁয়ে থাকে এক অচিন্‌ ঠিকানা
বৃক্ষের সঙ্গে যাবতীয় কথকতা আজন্ম গাঁথা তার শরীরে,
তবু অবিরাম চলাটুকু তার সেতারে তোলে সুর—
এইটুকু নিয়ে সুখে-দুখে হাতে হাত রেখে পাশাপাশি থাকি
বৃক্ষের মতো, বৃক্ষের সখ্য নিয়ে বাঁচি
ঠিক নদীর মতো
ঠিক মেঘেদের মতো।

এদের কাছেই শিখে নিই জীবনের অমোঘ মন্ত্রখানি ঃ 'চরৈবেতি'।

সৃষ্টিসন্ধান